23

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 31 OCT 1994
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

আলোচনা

প্রসঙ্গ ৩৪১ কলেজ জাতীয়করণ অনিশ্চিত

দৈনিক জনকণ্ঠে গত ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে মোস্তাক মোবারকীর '৩৪১টি কলেজ জাতীয়করণ অনিশ্চিত' শিরোনামের প্রতিবেদনটি দেশের বিদ্যোৎসাহী মহলে সৃষ্টি করেছে এক বড় রকমের বিভ্রান্তি। দেশের ৩৪১টি মহাবিদ্যায়তনের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ সরকারানুকূল্যে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাপ্তির যে বাসনাটুকু দীর্ঘদিন ধরে লালন করে আসছিলেন তার গুড়ে বালি পড়েছে।

এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য প্রতিবেদক ও পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করার ইচ্ছে পোষণ করছি। প্রতিবেদক বলেছেন, মন্ত্রিপরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, এ বছর ৩৪১টি কলেজ পর্যায়ক্রমে সরকারী করা হবে। এ সিদ্ধান্তের খবর হয়তো বা সমগ্র দেশবাসী জানে না। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার ঘোষণার একটা তাৎপর্যময় দিনের কথা এ দেশবাসীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল। দিনটি ১৯৯১ সালের বাজেট ঘোষণার দিন। নতুন সরকারের প্রথম বাজেট, সমগ্র দেশবাসী উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে। পবিত্র জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বাজেট বক্তৃতায় তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন যে, সরকার প্রতি থানায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ সরকারী করবে। সেই থেকে থানা কেন্দ্রসমূহে অবস্থিত স্কুল-কলেজ সংশ্লিষ্ট সকলে অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছে সে দিনের, যে দিন সরকারী ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান সুন্দর এবং সুচারুরূপে পরিচালিত হবে।

ম ব আলাউদ্দিন

'৯১ থেকে '৯৪-এ দীর্ঘ সময়ে পদ্মা-মেঘনায় অনেক পানি গড়ালো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই মন্ত্রীসহ অপরাপর মন্ত্রীদের কণ্ঠে স্কুল কলেজ জাতীয়করণে বক্তৃতার ঢল নামলো। প্রধানমন্ত্রী যত্রতত্র জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিতে লাগলেন। '৯১-৯২ সালে দেশবাসীর মনে হয়েছিল জাতীয়করণের স্রোতে বুঝি বা শিক্ষাঙ্গন সয়লাব হয়ে যাবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের কিংবদন্তির নায়ক হ. মো. এরশাদ, কলেজকেও জাতীয়করণ করেছিলেন, তিনিও নালায়েক হয়ে যাবেন।

আসলে আমাদের সাধ্যের চেয়ে সাধ বড়, প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজন বড়, আর আয়োজনের চেয়ে আড়ম্বর বেশি। বিপত্তি বোধ হয় আমাদের সেখানেই। সরকারের তিনটি বাজেটকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, আর একটি চলছে। অর্থমন্ত্রী পবিত্র জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের যে ঘোষণা দান করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়নি আদৌ। এ সরকারের আমলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মোটেই জাতীয়করণ হয়নি তা নয়। ১৪ সেপ্টেম্বর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সংসদে প্রদত্ত তথ্য মতে বারোটি কলেজ সরকারী হয়েছে। এগুলো হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার ফলশ্রুতিতে। এর মধ্যে অধিকাংশ জেলা শহর এবং মহিলা কলেজ। খুলনা শহরে পূর্ব থেকে চারটি কলেজ সরকারী থাকা সত্ত্বেও মাননীয় স্পীকারের অটল প্রভাবের ফলে সেখানে আরও দুটি কলেজ সরকারী হয়েছে যা সরকারের বিঘোষিত নীতি বহির্ভূত।

মোস্তাক মোবারকী তথ্য প্রদান করেছেন যে, বড় সাহায্যকারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক 'বাংলাদেশ সরকারকে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান

১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আলোচনা

(৪-এর পাতার পর)

বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করে রাষ্ট্রখাত সঙ্কুচিত করার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে আসছে। 'বিশ্বব্যাঙ্কের এই চাপ উপেক্ষা করে বেসরকারী কলেজকে জাতীয়করণ করলে এই দাতা সংস্থা নাখোশ হতে পারে।' এ জন্য সরকার স্কুল কলেজ জাতীয়করণ করার সাহস পাচ্ছে না বোধ হয়। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের বিশ্বব্যাংকের মেজাজ-মর্জি ভালভাবেই জানার কথা। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করতে যদি বিশ্বব্যাংকের সম্মতির প্রয়োজন হয় তাহলে সে সম্মতি ছাড়া তিনি বাজেট বক্তৃতায় এ কথা উচ্চারণ করে কেন দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করলেন—গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে দেশবাসী তা জানতে চাইতে পারে।

শিক্ষা নিয়ে এ দেশে বিভ্রান্তির কোন শেষ নেই। গত বছরের শেষের এবং বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে ৩৮০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের জন্য নির্বাচনের জোর খবর মন্ত্রীরা এলাকায় এলাকায় ছড়িয়ে দিয়ে বাহবা কুড়ালেন। পত্রপত্রিকায় সাড়ম্বরে প্রকাশিত হলো। এরপর এক সময় আবার বিশ্বব্যাংকের দোহাই দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো সরকারের অপারগতার খবর।

এ বছর বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকরা দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘট করলেন। অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে তার অবসান হলো। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি নাকি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮ সেপ্টেম্বর একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায় যে, শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম সপ্তাহে সরকার জুলাই '৯৪ থেকে শিক্ষকদের একটি টাইম স্কেল প্রদানের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার কোন সরকারী আদেশ এখনও জারি হয়নি। অথচ ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে শিক্ষকদের টাইম স্কেল দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

মোস্তাক মোবারকী তাঁর প্রতিবেদনে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকারের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বিশ্বব্যাংক চাচ্ছে না যে, বেসরকারী কলেজ সরকারী হোক। তা সত্ত্বেও আমরা দেশের প্রতিটি থানায় পর্যায়ক্রমে একটি করে বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণ করার উদ্যোগ নিয়েছি। যত শীঘ্রই সম্ভব থানা পর্যায়ে একটি করে বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণ করা হবে।"

আল্লাহর উপরে আস্থা হারানো গোনার কাজ। আল্লাহর অনুগৃহীত ব্যক্তিদের ওপর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। আমরা দেশবাসী শিক্ষামন্ত্রীর সর্বশেষ আশ্বাসে আস্থাবান।

পরিবারে পিতার ওপরে আর কে আছেন? তাঁকে ওয়াদা খেলাপকারী শুনতে কোন্ সন্তানের না খারাপ লাগে? জাতি, দেশ, সরকারের ব্যাপারটিও তেমনি।